চট্টগ্রাম বন্দরের দায়িত্বে এমপির প্রতিষ্ঠান, নাসীরুদ্দীনের ক্ষোভ



ছবি: সংগৃহীত

দরপত্রের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরের চিটাগং কনটেইনার টার্মিনাল (সিসিটি) ছয় মাস পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে এভারেস্ট পোর্ট সার্ভিসেস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি লক্ষ্মীপুর-১ আসনের বিএনপির সংসদ সদস্য শাহাদাত হোসেন সেলিমের পরিবারের মালিকানাধীন। এ নিয়ে দরপত্র প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

সোমবার (২৩ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা ৫০ মিনিটে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানতে চান, চট্টগ্রাম বন্দর রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ব্যবসার ক্ষেত্র হয়ে উঠছে কি না।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী লিখেছেন, ১৭ নভেম্বর দরপত্র প্রকাশের পর ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত তা কেনার সুযোগ ছিল। দরপত্র জমার শেষ দিন ছিল ১৯ নভেম্বর। অর্থাৎ জমা দেওয়ার জন্য সময় পাওয়া গেছে মাত্র দুই দিন। চারটি প্রতিষ্ঠান এতে অংশ নেয়। ৩০ কোটি ১৫ লাখ টাকার প্রস্তাবের ভিত্তিতে ছয় মাসের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এত কম সময়ে দরপত্র আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, পর্যাপ্ত প্রতিযোগিতার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা দরকার। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকেও দরপত্রে অংশ নেওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

একজন ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যের পারিবারিক প্রতিষ্ঠান সরকারি চুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত এড়াতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেই প্রশ্নও তোলেন এনসিপির এই নেতা। তাঁর মতে, শুধু সর্বনিম্ন দর নয়, পুরো প্রক্রিয়ায় সমান সুযোগ ও স্বাধীন যাচাই নিশ্চিত করা জরুরি।

পোস্টে তিনি দরপত্রের পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ, প্রতিযোগিতার সুযোগ নিয়ে ওঠা অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাত যাচাইয়ের দাবি জানান। রাজনৈতিক প্রভাব ও স্বজনপ্রীতির পুরোনো চর্চার পুনরাবৃত্তি ঠেকানোর আহ্বানও জানান তিনি।